দেবলীনা চক্রবর্তী, কলকাতা কেন্দ্রিক নারী সংগঠন মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির সম্পাদক। দেবলীনা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম এবং লালগড়ের গণ- আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তিনি আরো অনেক সংগঠনের সাথেও যুক্ত, যেমন নয়া- উদারনীতির আগ্রাসনের প্রতিরোধে সামিল "সেজ বিরোধি প্রচার মঞ্চ"র সাথেও তিনি কাজ করেছেন। বহু তথ্য- অন্বেষণ দলে অংশগ্রহণ করেছেন দেবলীনা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম- মেদিনীপুরের শালবনীর আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে জিন্দাল- সেজের প্রভাব সংক্রান্ত অন্যতম রিপোর্ট এরকমই একটি অন্বেষণের ফল।

শমিক চক্রবর্তী মজদুর ক্রান্তি পরিষদের একজন কর্মী এবং "ক্যানভাস" নামক অ্যাকটিভিস্ট সিনেমা আন্দোলনের সাথে যুক্ত তথ্যচিত্রকার। শমিক একসময়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশনের (পিডিএসএফ) রাজ্য সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। এইমুহূর্তে শমিক একজন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে বহু গণ- আন্দোলনের শরিক। সিঙ্গুর, লালগড় থেকে শুরু করে গত দশকের হুগলি ও ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানার মজদুরদের আন্দোলন, হিন্দুস্তান মোটর্সের ইউনিয়ানের লড়াই, গোর্খাল্যান্ডের সংগ্রাম, সুন্দরবনের আয়লায় দুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবী, এবং সাম্প্রতিক কালের নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের লড়াইতে তিনি জড়িত ছিলেন। "ক্যানভাস"- এর একজন সদস্য হিসেবে তিনি বহু তথ্যচিত্রের শুটিং ও প্রযোজনা করেছেন। শমিক "সংহতি"- সমষ্টির সাথে যুক্ত একজন কর্মী।

মানস চ্যাটার্জি সিপিএম লিবারেশানের সর্বক্ষণের কর্মী। তিনি পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক। বহু আগে থেকেই বিভিন্ন উচ্ছেদ- বিরোধি আন্দোলনের সাথে মানস যুক্ত এবং যাদবপুরের রিকশা- চালক/কর্মী- দের সংগঠন কার্যে তিনি পুরোভাগে থেকেছেন। এছাড়াও কসবা অঞ্চলের শিল্প শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে তিনি যুক্ত। মানস কলকাতার এআইসিসিটিইউ- র জেলা কমিটির সদস্য।

দেবযানী ঘোষ যাদবপুরের ছাত্র সংগঠন ইউএসডিএফ'র নেতৃত্বে থেকেছেন এবং কলকাতা ও তার আশেপাশের বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছেন। ২০১০'র নভেম্বরে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতরে পুলিশ লাঠি- চার্জ করার সময় আরো অনেকের সাথে তিনি আহত হন। ২০১০ সালে নৈহাটি জুটমিলের শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে তিনি অংশ নেন। সম্প্রতি, তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। সিধু সোরেনের শহীদ- দিবসে স্মারক বেদী স্থাপন কালীন যে ১২ জন ইউএসডিএফ কর্মী গ্রেপ্তার হন, তার মধ্যে দেবযানী ছিলেন। পিসিপিএ'র নেতৃত্বের গ্রেপ্তারের বিরোধিতায় তিনি সামিল ছিলেন এবং সম্প্রতি, ২০১১র অগাস্টে সিঙ্গুরের জমি ফিরিয়ে দেওয়া ও চুক্তির বিষয়টি আবার সামনে নিয়ে আসার এক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি সামিল ছিলেন।

সিদ্ধার্থ গুপ্ত ২০০৬ সাল থেকে, গণ- প্রতিরোধ মঞ্চের সাথে যুক্ত থেকে জমি- অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়। এর আগে তিনি রেভোল্যিউশানারি ইউথ লিগের সদস্য ছিলেন। এই গ্রেপ্তারের সময় সিদ্ধার্থ কলকাতার একটি হাসপাতালের সাথে চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বিনামূল্যের চিকিৎসা শিবির আয়োজনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে এবং লালগড়ের মানুষদের চিকিৎসা পরিদর্শনের জন্যেও তিনি গেছিলেন। এরকমই এক পরিদর্শনের সময় ২০১১ সালে অভিজ্ঞান সরকারের সাথে তিনি গ্রেপ্তার হন। সিদ্ধার্থ শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগের সাথেও যুক্ত ছিলেন। যে কতিপয় চিকিৎসক পস্কো প্রতিরোধ এলাকাতে স্বাস্থ্যের সহযোগিতা করতে গেছেন, সিদ্ধার্থ তাদের মধ্যে একজন।

পার্থ সারথি রায় বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্ন সংহতি মঞ্চের সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিবিধ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয়। লালগড় থেকে পস্কো অবধি বিভিন্ন গণ- আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন অথ্য তিনি জনসমক্ষে এনেছেন। বেশ কিছু তথ্য- অন্বেষণ রিপোর্ট লিখেছেন তিনি, যেমন – ফলতা সেজ এবং

সাউথ সিটি মল। পার্থ বহু গবেষণা- ধর্মী প্রতিবেদনও লিখেছেন, যেমন – সেজের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, ভারতের বায়োটেকনলজি রেগুলেটরি অথরিটি, খুচরো ব্যবসায় বহুজাতীক কর্পোরেশনের অনুপ্রবেশ এবং ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অনুরূপ বিষয়ে তিনি আরো অন্যান্য পত্র- পত্রিকায় লিখেছেন। পার্থ "সংহতি" সমন্বয়ের একজন সদস্য।

অভিজ্ঞান সরকার ছাত্র সংগঠন ইউএসডিএফের সদস্য এবং বেশ কিছু বছর ধরেই বিভিন্ন সংহতি মঞ্চের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের গণ- আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। তিনি কলকাতার "টুওয়ার্ডস আ নিউ ডন" নামক সাময়িকীর সম্পাদক। অভিজ্ঞান "সংহতি" সমন্বয়ের সাথে যুক্ত এবং নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটির ওপর পুলিশি নির্যাতনের ওপর প্রতিবেদন লিখেছেন।